দৈনিক জনকণ্ঠ

33

তারিখ 12 DEC 1998
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু ॥ অনিয়ম উদাসীনতার অভিযোগ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) অধীনে ২০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুক্রবার নানা অনিয়ম, উদাসীনতা ও দায়িত্বহীনতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(২- পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

বিসিএস প্রিলিমিনারি

(প্রথম পাতার পর)

পিএসসি নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী আবেদনপত্র পূরণ করেও প্রবেশপত্র না পাওয়া, একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের একাধিক পরীক্ষার্থীর নামে প্রবেশপত্র দেয়া ইত্যাদি নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা গেছে। নানা জটিলতায় পরীক্ষা দিতে না পারায় আদেনকারীরা জনকণ্ঠ অফিসে ফোন করেও তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। মোশাররফ হোসেন নামে এক আবেদনকারী জানান, তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ০৫০৯৫৯। বন্টনকৃত আসন অনুযায়ী তিনি কল্যাণপুর গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে গিয়ে দেখেন একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরধারী আরও এক পরীক্ষার্থী রয়েছেন। বিষয়টি পিএসসি'র এক কর্মকর্তাকে জানালে তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন মোশাররফ হোসেনের প্রকৃত রোল নম্বর ০৫০৯৪৯। আসল রেজিস্ট্রেশন নম্বর খুঁজে পাওয়া গেলেও মোশাররফ আর পরীক্ষা দিতে পারেননি। বরং কর্তব্যরত পিএসসি কর্মকর্তার কাছ থেকে দুর্ব্যবহার পেয়েছেন।

জানা গেছে, বয়স সার্টিফিকেট নিয়েও নানা হয়রানি হয়েছে। অনেকে প্রবেশপত্র না পেয়ে যোগাযোগ করলে পিএসসি বয়স সার্টিফিকেট না দেয়ায় প্রবেশপত্র পাঠানো হয়নি বলে জানিয়ে দেয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আবেদনপত্রের সাথে বয়সের সার্টিফিকেট চাওয়া হয়নি। যাঁরা আবেদনপত্রে গ্রামের ঠিকানা দিয়েছেন তাঁদের অনেকেই প্রবেশপত্র পাননি, শেষ মুহূর্তে যোগাযোগ করেও পিএসসি থেকে প্রবেশপত্র নিতে পারেননি। এভাবে নানা অব্যবস্থার মধ্য দিয়েই শুক্রবার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

২০তম বিসিএস-এ সারা দেশ থেকে মোট ৮২ হাজার দু'শ' পরীক্ষার্থী অংশ নেন। ঢাকায় ৬০টি, রাজশাহীতে ১৪টি, চট্টগ্রামে ৯টি এবং খুলনায় ৫টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

এদিকে জনকণ্ঠের বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানা, আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে ওরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রসাশন ইনস্টিটিউটের বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। সবাই এখন অপেক্ষার প্রহর গুনছে বিধাতা ভাগ্যে কি লিখেছে তা দেখার জন্য। গতকাল শুক্রবার এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বরাবরের মতো এবারও সপ্তাহ খানেকের মধ্যে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। এর পরে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে কে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

মাত্র ৭০টি আসনের জন্য গতকাল কলমযুদ্ধে অংশ নিয়েছে ৮ হাজার ২শ' ৫ ছাত্রছাত্রী। প্রতিটি আসনের জন্য এক শ' ১৭ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে লড়াই হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য অনুষদের মতো এখানে 'ফাঁকি' দিয়ে ভর্তির কোন পথ নেই। কম্পিউটার পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হয়। দেশের মেধাবীদের শ্রেষ্ঠ অংশ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ কারণে অনেকে খুব ভাল রেজাল্ট করার পরে মৌখিক পরীক্ষায় বাদ পড়ে যায়। গতকাল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন, আইবিএ ভবন, কার্জন হল ও মোকাররম হোসেন খন্দকার বিজ্ঞান ভবনে। সকাল ১০টায় পরীক্ষা শুরু হলেও সাড়ে ন'টার মধ্যেই পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ আসনে হাজির হওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল। এ কারণে গতকাল সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে মানুষের ঢল নেমে আসে। আর অসংখ্য গাড়ি ক্যাম্পাস এলাকায় যানজট সৃষ্টি করে। পরীক্ষার্থীদের অনেককেই হল থেকে বের হওয়ার পর হাসিমুখে ফিরে যেতে দেখা গেছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদেরও ছিল সরব উপস্থিতি। মিছিল-স্লোগানের মাধ্যমে তারা এই মেধাবী নবীনদের স্বাগত জানিয়েছে।